অক্ষর শিল্পের জাদুকর নরেশ গুহ

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

কোনও ব্যক্তির জন্মশতবর্ষে আমাদের ধর্মবুদ্ধি চমক খায়। কিন্তু কালটুকুর পরিসমাপন ঘটলেই আমাদের এই ভাবনার বহু বাষ্প গলে গিয়ে এক ফোঁটা জলে পরিণত হয়। তবু আমরা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে স্মরণ করি স্মারক বক্তৃতায়, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় বা ক্রোড়পত্রে।

এ বছর স্মরণ করছি সারস্বত সাধক নরেশ গুহকে (৩ মার্চ ১৯২৩ - ৪ জানুয়ারি ২০০৯)। নরেশ গুহ মূলত কবি, 'নৈকষ্য কুলীন'। সাহিত্যিক মহল প্রাবন্ধিককে কৌলিন্য না দিলেও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইন্দ্রজিৎ' (২৪ আগস্ট ১৯০৩ - ৬ নভেম্বর ১৯৯৫) প্রবন্ধকারকে বিচারক, যথার্থ সাহিত্যিক হিসেবে সম্মানিত করেছেন।[১]

নরেশ গুহর প্রবন্ধ তাঁর সারস্বত সাধনার অনন্য নিদর্শন, পরকীয়ায় সমাদৃত, তাঁর শিল্পীর আত্মসমীক্ষণ ছিল। ভালবাসার অতলস্পর্শ মুগ্ধতা ছিল। কথার বাঁধনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তির শর্ত জানা ছিল। তিনি আপনাকে দগ্ধ করে বিশ্বসাহিত্যের আরতি করেছেন। তাই তাঁর 'প্রার্থনা'র মন্ত্রে উচ্চারিত হয় —

ভাঙো ভাঙো, চূর্ণ করো, চূর্ণ করো, আমারে কাঁদাও।
তারপর বুকে তুলে নাও।
গান দাও, গান দাও।[২]

শৈশবের দুর্মর স্মৃতিকে ফিরে না পাওয়ার বেদনায় তিনি অশ্রুসিক্ত, অক্ষরশিল্পে তা বেদনাবিধুর —

> 'নিজের জন্মভূমি, নিজের গ্রাম যে এত প্রিয়, এত গরীয়সী সে কি শুধু দরাজ মনের ভাবালুতা? সেকি শুধু দশের মুখের শোনা কথা? পৃথিবীর সবচেয়ে হতশ্রী পল্লীতে জন্মের জীর্ণ কুটিরটি নিজের চোখে তাজমহলের চেয়েও সুন্দর যে লাগে — তার মধ্যে ফাঁকি নেই। সেই বাড়িতে একদিন আমি চোখ মেলে এই অবাক বিশ্বে প্রথম তাকিয়েছিলুম। বাতাবিলেবু ফুলের ঘ্রাণ চিনতে-চিনতে গুনগুন করে মায়ের মুখে সেই বাড়িতে আমার রবীন্দ্রনাথের প্রথম গান শোনা। মালিবউ-এর হাত ধরে শঙ্কিত মনে সেই গ্রামের রাস্তা দিয়ে আমার প্রথম পাঠশালায় যাওয়া। রহস্যে ভরা কলকাতা শহরের প্রথম চিঠি পাওয়া সেই বিন্যাফৈর গ্রামের ডাকপিওন আতোয়ার ভাই-এর হাতে। নদীর পাড়েতে দাঁড়িয়ে ওপারে ধু-ধু চরের দিকে তাকিয়ে বিরাট বিশ্বের অস্ফুট স্বপ্ন দেখা। এসব কি ভোলা যায়? দুই চোখ ভরে, মন ভরে,

হৃদয় ভরে, আমার এই আপন গ্রাম আমাকে অকৃপণভাবে কতো দিয়েছে। এই সুয়োরানীর দেশ কলকাতা শহরের সুখ মাঝে মাঝে গলা দিয়ে নামতে চায় না। ধড়ফড় করে একসময়ে মন বলে ওঠে — যাই—যাই। এই দুয়োরানি দুখিনি মায়ের কোলটিতে।'[৩]

এই দুখিনি মা দুয়োরানি জায়গা পেয়েছেন 'মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকানো আঙিনার পাশে, যেখানে সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে।'[৪] আসলে কবি কালিদাস যথার্থই বলেছেন, 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্', যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা, তার অলংকার অনর্থক। নরেশ গুহ আমরণ শহুরে সভ্যতাকে মেনে নিতে পারেননি। এখানে ঘাড় নিচু করে জন্তুর মতো ছুটে চলাই জীবন, নিসর্গ প্রকৃতির ভাবনা নিতান্তই অলীক, কল্পনা নির্ভর। কবির গদ্যে আমরাও অনুরণিত হই। এই গদ্যের ভাষা সাবলীল, অনাড়ম্বর। কোনও আভিধানিক শব্দ নেই। দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেই। শুধু হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব। তবে নরেশ গুহ তো প্রথমে কবি, পরে প্রাবন্ধিক। তাই তাঁর গদ্য লেখায় কবিধর্ম আশ্লিষ্ট। 'ছেড়ে আসা গ্রামের কথা'র এক জায়গায় তিনি লিখছেন, 'স্টীমার ঘাট থেকে আঁকাবাঁকা পথ — বিধবার সিঁথির মতো ম্লান ধূসর।' এই উপমা আমাদের গ্রামীণ আঁকাবাঁকা পথকে সহজেই শনাক্ত করে। কবির কাছে জ্ঞানগত সত্য, গ্রামীণ জীবনের সবটাই ভাল ছিল না। তবু তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা, 'কিন্তু — তারা কোথায়? যারা একদিন এ-পাড়া ও-পাড়ায় সাত পুরুষের ভিটে আঁকড়ে ছিলো? সেই দলাদলি, নিন্দা, ঈর্ষা, মন্দ আর বিচিত্র ভালোতে ভরা তারা আজ কোথায়?'

এই বাক্‌পতি নরেশ গুহের নির্মাণ ও সৃষ্টির তালিকা দীর্ঘ। তাঁর নির্মাণ তালিকায় আছে 'পার্টির পরে' (ছোটগল্প-গ্রন্থমালা ৩১-৩২ সংখ্যা আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৩ / মে-জুন ১৯৪৬, ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড-এর 'দি গার্ডেন পার্টি' গল্পের অনুবাদ, প্রকাশক : কবিতাভবন, ২০০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০২৯, পৃষ্ঠা ২০, দাম আট আনা); 'W. B. Yeats : An Indian Approach' (Essays, First Published by Shri P. C. Mallik, Registrar Jadavpur University, Calcutta : 700032, Dedication to Buddhdeva Bose on his Sixtieth birthday, Pages 170, Price 15.00. Preface : Richard Ellmann. Second Edition : December 2011, Published by Patralekha, 10B College Row, Kolkata : 700009, Pages 160, Price Rs. 300. A note on this Edition : Amiya Dev dated March 2011); 'কবির চিঠি কবিকে' (রবীন্দ্রনাথকে অমিয় চক্রবর্তী, ভূমিকা টীকা সম্পাদনা : নরেশ গুহ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৫, প্রকাশক : প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা : ৭০০০০৪, পৃষ্ঠা ২৯৬, দাম : একশো কুড়ি টাকা। ভূমিকা ও টীকা সহ এই চিঠিগুলি 'দেশ' পত্রিকায় নভেম্বর ১৯৯১ - এপ্রিল ১৯৯২ পর্যন্ত সম্পাদক সাগরময় ঘোষ (২৩ জুন ১৯১২ - ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) ছাপিয়েছিলেন; 'কপাট' (অনুবাদ নাটক, জাঁ পল সার্ত্রর (২১ জুন ১৯০৫ - ১৫ এপ্রিল ১৯৮০) ফরাসি নাটক থেকে ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদ, প্রকাশক : প্যাপিরাস, অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা : ৭০০০০৪, উৎসর্গ : কন্যা সুচরিতা গুহকে, পৃষ্ঠা ৬৫, দাম : তিরিশ টাকা); 'In Praise of two Bengali Novels and Other Essays (First Published March 1997, Published by Sri Bhaskar Banerjea, Registrar, Jadavpur University, Dedication to Edward and Loraine Dimock, Pages 140, Price : Rs. 100/-); 'সাহিত্য সারথির সমীপে' (প্রমথ চৌধুরীকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাবলি ১৯১৬-১৯৪১, ভূমিকা টীকা সম্পাদনা : নরেশ গুহ, প্রথম প্রকাশ : ২১ সেপ্টেম্বর ২০০০, প্রকাশক : বাংলা আকাদেমি, পৃষ্ঠা ২৩২, দাম : সত্তর টাকা।); 'অম্লান দত্ত-র খানকয় চিঠি' (পত্রপরিচিতি

সম্পাদনা : নরেশ গুহ, প্রকাশক : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত, সমতট প্রকাশনী, ১৭২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০২৯, পৃষ্ঠা ৪১, দাম : ২১ টাকা, মোট সাতচল্লিশটি চিঠি আছে।)

এ ছাড়া তাঁর আরও কয়েকটি নির্মাণ কর্ম আছে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে সিগনেট প্রেসের (প্রথম প্রতিষ্ঠা ১৯৪৩) উদ্যোগে বাংলা বই বিষয়ে নিয়মিত একটি মাসিক বিবৃতি রচনার চেষ্টার ফল হিসেবে তিনি কুড়ি পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা তৈরি করেন — যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'নতুন পাণ্ডুলিপি'। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৭-র শ্রাবণ মাসে। এই পরিকল্পনাই পরে রূপান্তর হয় 'টুকরো কথা' নামে বিজ্ঞাপনপত্রে। নরেশ গুহ এর প্রধান রূপকার ছিলেন, প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত (১৮ এপ্রিল ১৯১৯ - ৭ জুন ১৯৭৭)। ১৯৫০ সালে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'চলচ্চিত্র' প্রথম পর্যায়। কমলকুমার মজুমদার (১৬ নভেম্বর ১৯১৪ - ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯), চিদানন্দ দাশগুপ্ত (১৯২১-২২ মে ২০১১), রাধাপ্রসাদ গুপ্ত (১৪ ডিসেম্বর ১৯২০ - ৯ মার্চ ২০০০), সত্যজিৎ রায় (২ মে ১৯২১ - ২৩ এপ্রিল ১৯৯২), সুভাষ সেন (অজ্ঞাত) ও নরেশ গুহ — এই ছয় জনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। নরেশ গুহ স্মৃতিচারণে লিখছেন, 'রুমার গডেনের লেখা উপন্যাস নিয়ে 'দি রিভার' নামের অসামান্য চমৎকার ছবিটি কলকাতায় তার আগে তোলা শেষ করেছে জাঁ রেনোয়া, 'পথের পাঁচালী' তোলার তোড়জোড় চলছে কলকাতার আশেপাশের গ্রামে। ডি.কে. স্থির করলেন সেই মুহূর্তে চলচ্চিত্র নিয়ে দায়িত্বশীল উৎকৃষ্ট মানের একটি পত্রিকা না বের করলেই নয়, নয়তো বাংলা ছায়াছবির আসন্ন কৌলীন্য প্রতিষ্ঠায় যথাযোগ্য সহায়তা করা যাবে না।' গঠিত হল প্রাগুক্ত ছয় সদস্যের সম্পাদকমণ্ডলী। এই হল 'চলচ্চিত্র' প্রকাশ-কথা। চলচ্চিত্র প্রথম পর্যায়ের অতি উৎকৃষ্ট ওই একটি খণ্ডই সিগনেট প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। বোধহয় 'পথের পাঁচালী' ছাড়া আর কোনও কর্মে সত্যজিৎ রায় মন দিতে পারছিলেন না। কাজেই চলচ্চিত্রের আর কোনও সংখ্যা তৈরির চেষ্টা করা যায়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের বার্ষিক পত্রিকা 'জার্নাল অব কম্পারেটিভ লিটারেচার' ১৯৬৩-১৯৮২ সাল পর্যন্ত নরেশ গুহ সম্পাদনা করেছেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি সম্পাদনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১ - ৭ আগস্ট ১৯৪১)। বুদ্ধদেব বসুর (৩০ নভেম্বর ১৯০৮ - ১৮ মার্চ ১৯৭৪) 'কবিতা' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৪২ / অক্টোবর ১৯৩৫) সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। সময়টি হল পৌষ ১৩৬১ থেকে পৌষ ১৩৬৫। স্মর্তব্য, 'কবিতা' পত্রিকার 'জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা' প্রকাশ পৌষ ১৩৬১, ঊনবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা। বুদ্ধদেব বসুর পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত (নভেম্বর ১৯৮০, জানুয়ারি ১৯৮৯, আগস্ট ১৯৯৩, জুন ১৯৯৪, অক্টোবর ১৯৯৪) সমগ্র কবিতাসংগ্রহ নরেশ গুহ সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশক দে'জ। এতক্ষণ তাঁর নির্মাণ-তথ্য আলোচিত হল। এবার তাঁর সৃষ্টির সাধন প্রসঙ্গ।

নরেশ গুহের 'অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি' (প্রকাশক : দে'জ, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, উৎসর্গ : 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রিয় সহকর্মী স্বপন মজুমদার ও মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে — শ্রাবণ ১৪০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬), 'প্রবন্ধ সংকলন' (প্রকাশক : দি সী বুক এজেন্সী, ২০১এ মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ : ৪ জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬) ও 'দাঙ্গার পরেকার দিনলিপি এবং গান্ধী মহারাজ' (সম্পাদনা : শুভাশিস চক্রবর্তী, প্রকাশক : কার্তিক দাস, উড়োপত্র, ২২৯ শান্তিনগর, রহড়া, কলকাতা : ৭০০১১৮, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪)। এই গ্রন্থত্রয় তাঁর নির্মাণ নয়, সৃষ্টি। এখানে তাঁর প্রবন্ধ — নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ। প্রাবন্ধিক নরেশ গুহ 'নৈকষ্যকুলীন' না হলেও দ্বিজোত্তম।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরিভাষায় সাহিত্য সংসারে তৃতীয় কুলীন হলেন 'গল্পকার'। নরেশ গুহ সে-সম্মানেরও দাবিদার। সেপ্টেম্বর - নভেম্বর ১৯৪৭-এ কবিতাভবন থেকে ছোটগল্প গ্রন্থমালা ৩৪-৩৬ সংখ্যা 'তপতীর মন' প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩২। এর বেশি আর কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শুভাশিস চক্রবর্তী (জন্ম ৯ জুলাই ১৯৭৭) সম্পাদক 'নরেশ গুহ ৯০ অহর্নিশ প্রণাম' সংখ্যায় (প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৩) লিখছেন, ''কবি নরেশ গুহ বা প্রাবন্ধিক নরেশ গুহ সকলের প্রিয়। তিনি গল্প লিখেছিলেন যে, তার প্রমাণও আছে। বুদ্ধদেব বসু কবিতাভবন থেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই গল্পপুস্তিকা 'তপতীর মন'। ব্যস, এইখানেই শেষ বলে আমরা জেনে এসেছি। বহু বিদেশী গল্পের অনুবাদ করলেও বাংলা ভাষায় তিনি কোনো মৌলিক গল্প লিখেছিলেন এমন সম্ভাবনা আমরা ভেবেও দেখিনি। কিন্তু সম্প্রতি একটি ফাইল আমরা শ্রীমতী অর্চনা গুহর (চিনু জেঠিমা) কাছ থেকে পেয়েছি যেখানে নরেশ গুহর লেখা আটটি ছোটগল্পের খসড়া রয়েছে। হলদে হয়ে যাওয়া ভঙ্গুর সেই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল যে সেই আটটির মধ্যে একটি গল্প অসম্পূর্ণ। এবং 'চীন ভারত উপকথা' শীর্ষক গল্পটি অনুবাদ।''[৫] অসম্পূর্ণ গল্পটি বাদ দিয়ে সম্পাদক মোট সাতটি গল্প অহর্নিশ পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন। অপ্রকাশিত সাতটি গল্প হল — দেয়াল, সাপ, অসম্ভব, পাঁচ বছরের স্বপ্ন, মৃত্যুর চেয়ে বড়ো, ফরমায়েসী গল্প এবং চীন ভারত উপকথা।

দুর্ভাগ্য, নরেশ গুহ এই গল্পগুলি প্রকাশযোগ্য মনে করেননি। তাঁর অবর্তমানে অহর্নিশ সম্পাদক উজ্জ্বল উদ্ধার হিসেবে তা মুদ্রিত করেছেন। নরেশ গুহের লেখা চিঠিপত্রও পত্রসাহিত্যের আকর হিসেবে গণ্য হতে পারে।

নরেশ গুহের প্রবন্ধের পাশাপাশি তাঁর অনুবাদ, গল্প ও চিঠিপত্রের গদ্যও বিশিষ্টমাত্রায় স্পষ্ট চিহ্নিত। এখন আমরা তাঁর তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থের (অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি, প্রবন্ধ সংকলন, দাঙ্গার পরেকার দিনলিপি এবং গান্ধী মহারাজ) স্বরূপ মোহমুক্ত মন নিয়ে অনুধ্যান করতে পারি।

প্রথমেই 'অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি' গ্রন্থটির পাঠ আমরা নিতে পারি। গ্রন্থটি প্রথম প্রবন্ধ 'আধুনিক কবি অমিত রায়'। প্রবন্ধটি পাঠান্তে আমরা বিস্মিত হই, প্রাবন্ধিক যে যুক্তির নিরিখে 'শেষের কবিতা'র (১৯২৯) তথ্য ও তত্ত্ব দিয়েছেন তা আমাদের সারস্বত সাধনাকে ঋদ্ধ করে। প্রাবন্ধিক নরেশ গুহ প্রবন্ধটিতে আধুনিক কবিদের প্রতিভূ অমিত রায়ের কবি-অস্তিত্বটির অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'যাই হোক, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে রবিঠাকুরের প্রতিপক্ষ, নিবারণ চক্রবর্তীর ছদ্মনামে, অমিত রায় এবং 'শেষের কবিতা'র আনন্দলোক থেকে আমরা যেটুকু অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসি, তার জন্য অমিত রায়ই দায়ী। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই তার নেই। আধুনিক কবি তো সে নয়ই, এমনকি আদৌ সে যে কবি তাও রবীন্দ্রনাথেরই দয়ায়।'[৬]

প্রাবন্ধিক কল্লোল যুগের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কল্লোল-যুগে যে-নবীন লেখকদের কলরবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক সাহিত্য প্রবেশ করেছিল তাঁদের সঙ্গে অমিত রায়ের কোনোখানেই মিল নেই তা বলব না। তাঁদের কারো কারো লেখায় রবীন্দ্র বিরোধিতা, অন্তত রবীন্দ্রনাথে অতৃপ্তি, হয়তো একটু বাড়াবাড়ি রকমেই প্রকাশ পেয়েছিল। আবার যথাসময়ে সেই মনোভাবের প্রত্যাহার করে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিকদের শিরোমণি সেখানে তাঁর আসনের সামনে প্রণত হতেও দ্বিধা করেননি তাঁরা।'[৭]

আসলে অমিত রায়ের একমাত্র ভঙ্গি ছাড়া, স্টাইল ছাড়া এবং দারিদ্র্য, বিপ্লব, গদ্য-পৃথিবীর বাস্তবতা প্রভৃতি কয়েকটি উপাদানগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া তার পক্ষে রবীন্দ্রবিরোধী কিংবা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতাকে জন্ম দেওয়ার মতো কোনও মূলধনই নেই। প্রাচী-প্রতীচীর যুগল সাধনা তার মধ্যে মূর্ত হতে পারেনি। শিক্ষার

বৈগুণ্যে সে হয়ে উঠেছে ইয়োরোপের আধুনিকতার অক্ষম প্রতিচ্ছায়া। নরেশ গুহর তথাকথিত আধুনিক কবির রূপ ও স্বরূপ অঙ্কন আমাদের প্রথাগত চিন্তনের বিলোপ ঘটিয়ে প্রকৃত মনোবীক্ষণে আশ্লিষ্ট করে। 'আধুনিক কবি অমিত রায়' — এই নামকরণে ব্যজস্তুতির কথা মনে পড়ে।

নরেশ গুহের 'অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি' প্রবন্ধগ্রন্থে মোট ষোলোটি প্রবন্ধ আছে। এর মধ্যে বাণীময় অনির্বচনীয় প্রবন্ধ-নামকরণে পাঁচটি উপবিভাগ আছে (সোনার তরী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৃষ্টি : অমিয় চক্রবর্তী, গ্যেটের অষ্টম প্রণয় : বুদ্ধদেব বসু, মাটি : অমিয় চক্রবর্তী, দুঃসময় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। উপবিভাগের প্রতিটি কবিতা প্রসঙ্গে নরেশ গুহ কবির দৃষ্টিতে কবিদের দেখেছেন। তাই তাঁর কবিদের কবিতা আলোচনা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি প্রতিটি প্রবন্ধে আমাদের প্রথাগত ভাবনাকে সরিয়ে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনায় প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন।

এই প্রবন্ধ গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ হল 'শীতান্তিক জল্পনা'। নামকরণটি ব্যঞ্জনাময়। 'শীতান্তিক' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই — শীত + অন্তিক [অন্ত + ষ্ণিক (>ইক)]। অন্তিক-এর অর্থ — সন্নিহিত, সন্নিধান, নৈকট্য। বিশেষণ পদ। 'জল্পনা'র অর্থ হল পরমত খণ্ডনের দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠা, বৃথা তর্ক। এবার কবি-প্রাবন্ধিক কথিত শীতান্তিক জল্পনার পরিচয় প্রয়োজন। আমাদের ধারণা শীতকাল হল এলিয়টের (Thomas Stearns Elliot সংক্ষেপে T.S.Elliot 1888-1965) 'কবিতা পড়ার প্রকৃষ্ট সময়'। কবি নরেশ গুহ বৃথা বাক্যব্যয় না করে উপসংহারে বলেছেন, 'নাঃ আজ এই হাড় কাঁপানো শীতের শেষে এলিয়টে মন বসবে না, হক্সলিও তাকে তোলা থাকুন। তাঁদেরই আজ ঘরে ডেকে বসাতে ইচ্ছে করে যাঁরা জানেন আনন্দে আত্মহারা হতে, বেদনার মুহূর্তে চোখ যাঁদের ছলছল করে, মানুষ হয়ে জন্মেছেন বলেই যাঁরা খুশি। রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স্। এমন কি লরেন্স। তাঁদেরই আজ কাছে ডাকবো। আনন্দ না হলে প্রাণ বাঁচে না। সুখের হোক, কী দুঃখের হোক — আনন্দই চাই।' (পৃষ্ঠা ১০৯) রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'প্রহর গণনা করে আনন্দের সীমানির্ণয়! এ কেমন কথা!' (শ্রাবণ গাথা)

নরেশ গুহের দ্বিতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ হল 'প্রবন্ধ সংকলন'। এই গ্রন্থে মোট এগারোটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি হল — আধুনিক বাংলা ভেরিওরাম : রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ে যামিনী রায়, যামিনী রায় : এক আধুনিক চিত্রকর, কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর গদ্য, বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা' : একালের জন্য মহাভারত পাঠের ভূমিকা, কবির মৃত্যু, আরও কবিতা পড়ুন, তরুণ কবিদের স্বপক্ষে।

এই প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের দু-একটি প্রবন্ধের কথা বলা যেতে পারে। যেমন 'প্রমথ চৌধুরীর গদ্য'। প্রবন্ধের শুরুতেই নরেশ গুহ লিখছেন, 'শানিয়ে তোলা সাদা কথায় লেখা সদা সপ্রতিভ গদ্যরীতি, এবং পক্কষায় বীরবলী ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-রসিকতার ঝাঁজ বারংবার চমৎকৃত করলেও প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ' পড়তে বসে ভুলে থাকা অসম্ভব যে তাঁর শব্দভেদী বাক্যবাণের একটি বর্ণও খেলাচ্ছলে অপব্যায়িত হচ্ছে না, প্রতিটি অব্যর্থ লক্ষ্য হচ্ছে আমাদেরই হৃদয়মনের বিবিধপ্রদেশ।'

প্রমথ চৌধুরী (৭ আগস্ট ১৮৬৮ - ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) রূপে, বুদ্ধিদীপ্তিতে, রুচিতে ও মানস প্রকর্ষে ছিলেন অনন্য। বিরাট লাইব্রেরি, প্রচুর অবকাশ, — নতুন বই কেনা ও তা পড়ার অনলস আগ্রহ, ব্যক্তিত্বে ও মানসিকতায় বাদশাহি আভিজাত্য, আলাপে-আচরণে স্বকীয়তা, সব কিছু মিলিয়ে তাঁর সাহিত্য জগতে উপস্থিতি বিস্ময়কর। পড়েছেন বহু, লিখেছেন তার তুলনায় নিতান্তই অল্প। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কলম ধরেছেন, কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে মোটেই দেরি হয়নি। পরিণত মন নিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি দেখা দিয়েছিলেন — ধূমকেতু নন, ধ্রুবতারা হিসেবেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপজ্ঞানের সাধনা প্রমথ

চৌধুরীর শিল্পী জীবনের এক বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর অভিমতটিকে প্রবন্ধে ও গল্পে নানাভাবে বলেছেন। রূপ সম্পর্কে তিনি অতীন্দ্রিয়-পন্থী ছিলেন না। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষগোচর তাকেই তিনি রূপ বলে স্বীকার করেছেন। এই ইন্দ্রিয়-নির্ভর রূপজ্ঞান ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে প্রখরতর হয়েছিল। হৃদয়াবেগ বর্জিত বুদ্ধিদীপ্ত বাণী-বিন্যাসের তিনি কুশলী শিল্পী।

নরেশ গুহ যথার্থই বলেছেন, প্রমথ চৌধুরী আধুনিকপন্থী বাঙালি গদ্যলেখকদের গুরুস্থানীয় লেখক।

এবার অন্য একটি প্রবন্ধ — তরুণ কবিদের স্বপক্ষে। তরুণ সৎ কবির সংখ্যা বাড়লেও তাঁদের কবিতায় আত্মপ্রত্যয়ের নিঃসংশয় দৃঢ়তা দেখা দেয়নি। কারণ বাংলাদেশে 'ক্রিটিক' নেই। কাব্য পাঠকের মধ্যে স্বহৃদয়তা যতটা আছে, ততটা 'শিক্ষা' নেই।

'দাঙ্গার পরেকার দিনলিপি এবং গান্ধী মহারাজ'-এ গান্ধীজির (১৮৬৯-১৯৪৮) মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর বেদনার্ত উচ্চারণ, 'তাঁর মৃত্যুতে এই কথাই যদি প্রমাণিত হয় যে সে-দুরাশার নাগাল আমরা কখনোই পাবো না, তাহলে এ-কথাই তো বলতে হয় যে তাঁর সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে আমাদের যত স্বপ্ন সাধ ও আশা ভরসার। সাহিত্য ও শিল্পের যা শেষ কথা, শিল্পী তার পবিত্রতম প্রেরণা মুহূর্তে যার ধারণা করতে পারেন মাত্র, নির্বিশেষ মানুষকে ভালোবেসে, পরাভবহীন আত্মার জয় ঘোষণা করে, পৃথিবীর পরাক্রান্ত পশুবলকে তুচ্ছ করে চলে গেলেন তিনি। দুরাশার অরণ্যে পথ হারালেন না, প্রাণ মন কেড়ে নেওয়া হাসি লেগে রইলো ঠোঁটের কোণায়। জীবনে পরম শিল্পবোধের সমন্বয় করেছিলেন বলেই সুপুরুষ না হয়েও তিনি রূপবান, কর্মনিষ্ঠ হয়েও শিল্পনিষ্ঠের আরাধ্য।' (পৃষ্ঠা ৬০)

নরেশ গুহর রচনা প্রায় সবই রসশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে আছে কবিতার রস, দার্শনিকতা, স্মৃতিকথা, তির্যকতা। তিনি সহজ স্বচ্ছন্দ বাক্‌ভঙ্গিমায় অনেক কঠিন বিষয়কে রসায়িত করে তুলেছেন। যেখানে শক্ত কথাও বলেছেন, সেখানেও তিনি বাক্যকে শিল্প করে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র :

নরেশ গুহর জন্মতারিখ-কথা

নরেশ গুহ একবার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমার জন্ম ১৯২৩ সালে। কোনো কোনো জায়গায় ভুল তথ্য — ১৯২৪ আছে। ১৯ ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা, ইংরেজি ৩-৪ তারিখ হবে, সঠিক বলতে পারব না।'

উৎস : কবিতা থেকে কবি : নরেশ গুহ — স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক : কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১১২। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিন ও তিথি ছিল শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা — শ্রী গৌরাঙ্গের আবির্ভাব তিথি — পূর্ণিমা।

নরেশ গুহর জন্ম : ৩ মার্চ ১৯২৩ শনিবার, ১৯ ফাল্গুন ১৩২৯, শ্রী শ্রী চৈতন্যাব্দ : ৪৩৭ আরম্ভ, পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র। [বঙ্গবাসী পঞ্জিকা : ১৩২৯/১৯২৩। ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো-মেশিন প্রেস হইতে শ্রী নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

১. প্রবন্ধ নাম : প্রবন্ধকারের বিলাপ, গ্রন্থনাম : আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৬।

২. প্রার্থনা, কাব্য : দুরন্ত দুপুর, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৫৮, প্রথম আনন্দ-সিগনেট সংস্করণ : জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা ২১

৩. ছেড়ে আসা গ্রাম : নরেশ গুহ, ১৯৫০ সালে 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে একজন করে 'ছেড়ে আসা গ্রাম' নিয়ে লিখতেন। এক সপ্তাহে নরেশ গুহও লিখেছিলেন, এই বিষয়ে নানা লেখা নিয়ে নিউজ এডিটর দক্ষিণারঞ্জন বসুর (২৬ ডিসেম্বর ১৯২৭ - ২৭ জানুয়ারি ১৯৮৯) সম্পাদনায় একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য।

অহর্নিশ : নরেশ গুহ সংখ্যা (সম্পাদক : শুভাশিস চক্রবর্তী, প্রকাশকাল : ২০০৯, দ্বাদশবর্ষ বিশেষ সংকলন গ্রীষ্ম ১৪১৬) 'ছেড়ে আসা গ্রাম' (পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮) থেকে সংকলিত।

৪. বাংলাভাষা-পরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৮, বিশ্বভারতী ১৯৬৯, নবম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৪০-৪১

৫. নরেশ গুহ ৯০ অহর্নিশ প্রণাম : সম্পাদক - শুভাশিস চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩

৬. আধুনিক কবি অমিত রায় : নরেশ গুহ, গ্রন্থ নাম : অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি, প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১৭

৭. আধুনিক কবি অমিত রায় : নরেশ গুহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক।